আমার দেশ

ঢাকা, বুধবার • ৩ জুন ২০০৯
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ • ৮ জমাদিউস সানি ১৪৩০

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সুসম বণ্টন

ড. এম আজিজুর রহমান

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যক্তি-মানুষ, পরিবার ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো মানুষকে শিক্ষাদান। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান, দক্ষতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নকেই মানবসম্পদ বলা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ দক্ষ, নৈপুণ্য ও চৌকস হয় এবং ফলপ্রসূ একটি মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। এসব সংশ্লিষ্ট কারণবশত মানুষ পরিশ্রমী হয় এবং পরিশ্রমী একটি সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলে। শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ অর্জনের শর্ত স্বরূপ মানুষের শরীর ও মন একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা আশি ভাগ বা তার কাছাকাছি আয় আসে মানবসম্পদ উন্নয়ন থেকে। শিক্ষিত মানুষ বেশি বেতন-ভাতাদি ও মজুরি আয় সুবিধা ভোগ করে। শিক্ষা ও ব্যক্তি-আয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বা সম্পর্কযুক্ত এবং পরিপূরক। যেমন অধিক শিক্ষা অর্জনে বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি পায়। বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি পেলে ওই পরিবারের ছেলে-মেয়ে শিক্ষা অর্জন করতে পারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভালো করতে পারে ও কর্মসংস্থানে নিয়োগ পেতে পারে। পেশাগত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেরাই আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন মন ও শরীরের পরিপূরক বিধায় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি দেশের উৎকর্ষবিহীন আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি বা সম্পূর্ণভাবে নিরঙ্কুশ আয় বৃদ্ধি বা জাতীয় আয় বৃদ্ধি হলেই তাকে উন্নয়ন বলে না। একটি পরিবারে সবাই যদি খেতে-পরতে পারে আর প্রতিবেশী কোনো পরিবার যদি দারিদ্র্যের কারণে বুভুক্ষু থাকে তাহলে ওই পরিবারের সবাই অশান্তিতে ভোগে। প্রয়োজন একটি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিরই উন্নতি বা, দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে একটি সমাজ ও জাতির স্বতঃস্ফূর্ত এবং সমান্তরাল উন্নতি হলো জাতীয় উন্নয়ন। ব্যক্তি মানুষ ও জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা উন্নয়ন। দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে আয় ও শিক্ষার সুসম বণ্টন সামাজিকভাবে গৃহীত একটি পরিপূরক কার্যক্রম। শিক্ষার সুসম বণ্টনের অভাব বা অসম বণ্টন হয় বিভিন্ন কারণে। মাথাপিছু আয় সবার সমান নয়। ধনী, গরিব সব দেশেই দারিদ্র্য বিরাজ করে। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক লোক দরিদ্র। শতকরা ৪০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সবাই সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আবার শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সবাই সমানভাবে অর্জন করতে না পারলে দারিদ্র্য বিমোচন বা দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার অসম বণ্টন আরো বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন ঐতিহাসিকভাবে জলপথ, সড়ক ও রেলপথ সহজলভ্যতার কারণে কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং বৃহৎ নোয়াখালী এলাকায় শিক্ষার হার ও পরিবেশ তুলনামূলকভাবে একটু ভালো। জলপথের অবাধ সহজলভ্যতার কারণে মানুষের যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়; যার ফলশ্রুতি হিসেবে বৃহৎ বরিশালে শিক্ষার হার জাতীয়ভাবে বেশি। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার বেশির ভাগ লোকই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আবার বেশির ভাগ কৃষকের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। তারও কারণ বিবিধ। যেমন নদীমাতৃক এদেশে বন্যা, নদী ভাঙন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং পরিবর্তিত জলবায়ুসহ বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে এসব এলাকার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর সঙ্গতি নেই। তার ওপর এসব নদী ভাঙন এলাকায় স্কুল-কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাটের অভাব ইত্যাদি শিক্ষার অসম বণ্টনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শিক্ষার সুষম বণ্টনের প্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে সরকার ও সমাজের জাতীয় হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যখাতের মতো শিক্ষা একটি অতি প্রয়োজনীয় সেবাখাত। পনের কোটি লোকের এদেশে শিক্ষার সেবাখাতে সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র দেশে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর আরোপ করে সরকার প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আয় করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তবে অলাভজনক নয়। তাহলে শিক্ষা সেবাখাতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে কেউ এগিয়ে আসত না। অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আয়ের অংশ বা উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে বিভিন্নভাবে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়ানো হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে যে ছাত্র-বেতন নির্ধারিত হয়, তা দিয়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করতে হয়। যেখানে বিনা বেতনে পড়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার একটি সুষম বণ্টন প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করছে। যেমন সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুযোগ না পেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্ররা সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় বা একবার সুযোগ না পেলে দ্বিতীয়বার ভর্তির অপেক্ষায় থাকে। তাতে কি শিক্ষার সুসম বণ্টন হচ্ছে? মোটেও নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন গ্রহণযোগ্য একটি জাতীয় উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আয়, উন্নতি ও শিক্ষা সব কিছুরই সুসম বণ্টন প্রয়োজন। শুধু মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করলে শিক্ষার সুসম বণ্টনের মতো এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করা হয় না। ছাত্র ভর্তির পূর্বশর্ত হিসেবে মেধা ও পারিবারিক সচ্ছলতার বিষয়টি সমন্বয় করে একটি বাস্তবসম্মত গ্রহণযোগ্য নীতিমালা হবে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির অংশ বিশেষ। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করানো হয়। সেখানে অর্ধসচ্ছল পরিবারের জন্য কোনো কোটা থাকে না। সব মেধাবী ছাত্রই অর্ধসচ্ছল বা অসচ্ছল পরিবার থেকে আসে না। অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন উপায়ে জিজ্ঞাসা করে যা পাওয়া গেছে, তা হলো, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাত্র শতকরা ১০-২০ ভাগ ছাত্র আসে অর্ধসচ্ছল পরিবার থেকে। অর্থাৎ বেশিরভাগ বা ৮০ ভাগ ছাত্রই সচ্ছল পরিবারের, যারা সরকারের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দুটোই ভোগ করছে। এর কারণ হচ্ছে আর্থিক সচ্ছলতার কারণে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা কোচিং সেন্টারসহ সংশ্লিষ্ট সুবিধার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অপরপক্ষে সত্যিকার অর্থে অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বাস্তবসম্মত কোনো সুযোগ নেই। এটা শিক্ষার সুসম বণ্টন নয় বরং অসম বণ্টন। এতবড় দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের বৃহৎ স্বার্থে শিক্ষার অসম বণ্টনের পরিবেশ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। বিষয়টি জাতীয়ভাবে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আগামী শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার নির্দেশনাবলীর ভেতরে এটা একটি প্রথম ধাপের শর্ত হতে পারে।

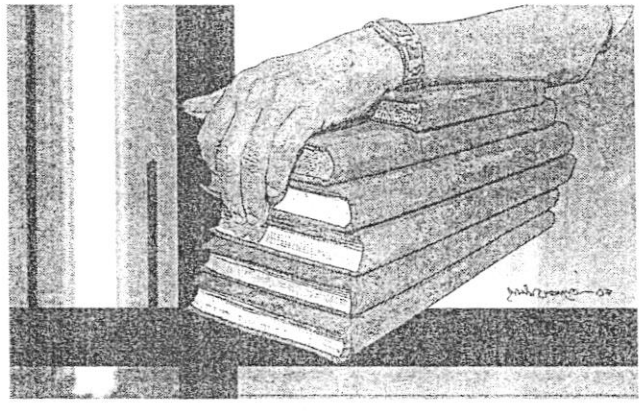

উল্লেখ্য, দারিদ্র্য বিমোচনে আয় উন্নতির সুসম বণ্টনের সমান্তরাল পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষার সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারে Tax return form পূরণ এবং TIN number-এর ব্যবহারের মাধ্যমে কোন পরিবার সচ্ছল, অর্ধসচ্ছল বা অসচ্ছল তা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে নিরূপণ না করে শিক্ষার সুসম বণ্টনে সঠিক পদ্ধতি বের করা প্রায় অসম্ভব। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে জানতে পারলে সামাজিকভাবে আমরা উৎসাহ দেব সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়বে এবং বেশির ভাগ অর্ধসচ্ছল পরিবারের সন্তানরা সরকারি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করবে। সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে না। অপরপক্ষে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্ধসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য ভর্তির বিশেষ কোটা, বিনা বেতন ও সাশ্রয়ী খরচে পড়ালেখার সুযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন Flexible Program-এর মাধ্যমে শিক্ষার সুবিধার সুসম বণ্টন করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সরকারি প্রতিষ্ঠান মানেই বিনা বেতনে পড়ালেখা—এমন সুযোগ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কোথাও নেই। কমবেশি বিভিন্ন ধরনের ফি ধার্য করে সচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের জন্যে অধিক বেতন এবং অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের জন্য কম বেতন ধার্য করে এ রকম একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি